Swami Dhananjoy Das KathiababaMahavidyalaya

Bhara, Bankura

Department of Bengali

Faculty Name – Rafia Sultana Molla

Titel of Paper -1. কথা সাহিত্যিক আবুল বাশারঃ বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্রতা

2. সাহিত্যে যৌনতা ও আবুল বাশারের গল্প

3. আবুল বাশারের গল্প রুকু দেওয়ান: এক রূপাজীবার আলোকজ্বল পরণকথা

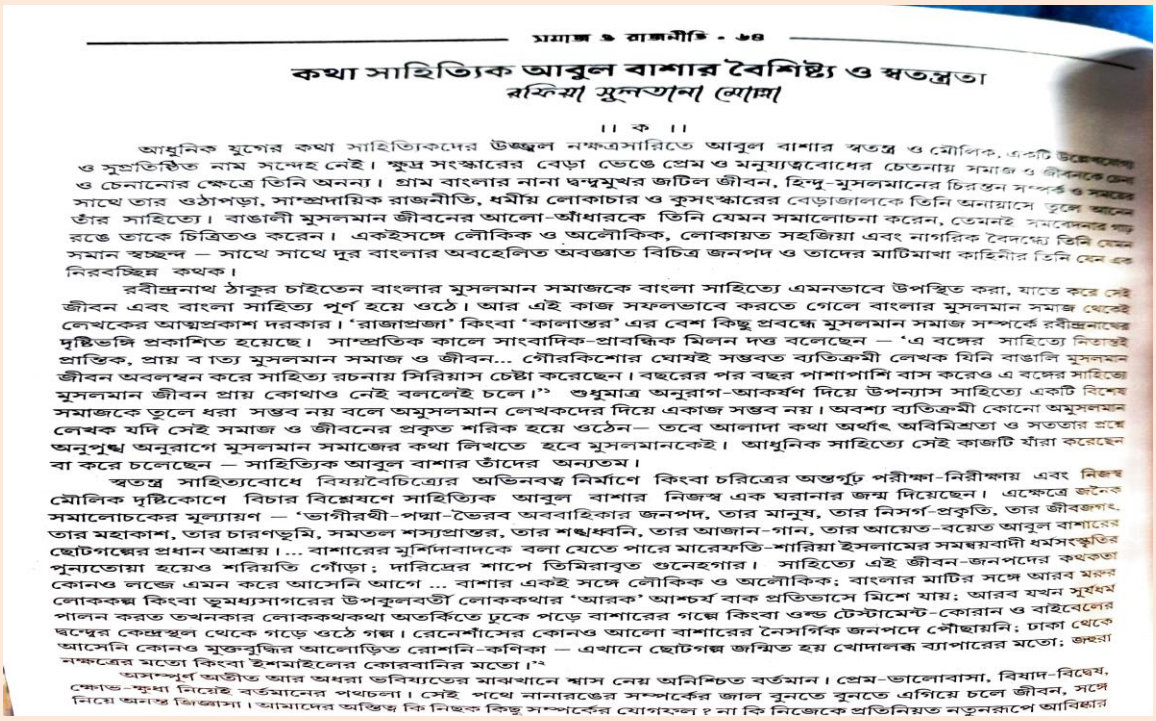

সমাজ ও রাজনীতি • ৬৪

কথা সাহিত্যিক আবুল বাশার বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্রতা

রফিয়া সুলতানা মোল্লা

।। ক ।।

আধুনিক যুগের কথা সাহিত্যিকদের উজ্জ্বল নক্ষত্রসারিতে আবুল বাশার স্বতন্ত্র ও মৌলিক, একটি উল্লেখযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত নাম সন্দেহ নেই। ক্ষুদ্র সংস্কারের বেড়া ভেঙে প্রেম ও মনুষ্যত্ববোধের চেতনায় সমাজ ও জীবনকে চেনানোর ক্ষেত্রে তিনি অনন্য। গ্রাম বাংলার নানা দ্বন্দ্বমুখর জটিল জীবন, হিন্দু-মুসলমানের চিরন্তন সম্পর্ক ও সমাজের সাথে তার ওঠাপড়া, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, ধর্মীয় লোকাচার ও কুসংস্কারের বেড়াজালকে তিনি অনায়াসে তুলে আনেন তাঁর সাহিত্যে। বাঙালী মুসলমান জীবনের আলো-আঁধারকে তিনি যেমন সমালোচনা করেন, তেমনই সমবেদনার গাঢ় রঙে তাকে চিত্রিতও করেন। একইসঙ্গে লৌকিক ও অলৌকিক, লোকায়ত সহজিয়া এবং নাগরিক বৈদগ্ধ্যে তিনি যেমন সমান স্বচ্ছন্দ — সাথে সাথে দূর বাংলার অবহেলিত অবজ্ঞাত বিচিত্র জনপদ ও তাদের মাটিমাখা কাহিনীর তিনি যেন এক নিরবচ্ছিন্ন কথক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চাইতেন বাংলার মুসলমান সমাজকে বাংলা সাহিত্যে এমনভাবে উপস্থিত করা, যাতে করে সেই জীবন এবং বাংলা সাহিত্য পূর্ণ হয়ে ওঠে। আর এই কাজ সফলভাবে করতে গেলে বাংলার মুসলমান সমাজ থেকেই লেখকের আত্মপ্রকাশ দরকার। 'রাজাপ্রজা' কিংবা 'কালান্তর' এর বেশ কিছু প্রবন্ধে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে সাংবাদিক-প্রাবন্ধিক মিলন দত্ত বলেছেন — 'এ বঙ্গের সাহিত্যে নিতান্তই প্রান্তিক, প্রায় বাস্তব মুসলমান সমাজ ও জীবন... গৌরকিশোর ঘোষই সম্ভবত ব্যতিক্রমী লেখক যিনি বাঙালি মুসলমান জীবন অবলম্বন করে সাহিত্য রচনায় সিরিয়াস চেষ্টা করেছেন। বছরের পর বছর পাশাপাশি বাস করেও এ বঙ্গের সাহিত্যে মুসলমান জীবন প্রায় কোথাও নেই বললেই চলে।'[১] শুধুমাত্র অনুরাগ-আকর্ষণ দিয়ে উপন্যাস সাহিত্যে একটি বিশেষ সমাজকে তুলে ধরা সম্ভব নয় বলে অমুসলমান লেখকদের দিয়ে একাজ সম্ভব নয়। অবশ্য ব্যতিক্রমী কোনো অমুসলমান লেখক যদি সেই সমাজ ও জীবনের প্রকৃত শরিক হয়ে ওঠেন— তবে আলাদা কথা অর্থাৎ অবিমিশ্রতা ও সততার প্রশ্নে অনুপুঙ্খ অনুরাগে মুসলমান সমাজের কথা লিখতে হবে মুসলমানকেই। আধুনিক সাহিত্যে সেই কাজটি যাঁরা করেছেন বা করে চলেছেন — সাহিত্যিক আবুল বাশার তাঁদের অন্যতম।

স্বতন্ত্র সাহিত্যবোধে বিষয়বৈচিত্র্যের অভিনবত্ব নির্মাণে কিংবা চরিত্রের অন্তর্গূঢ় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এবং নিজস্ব মৌলিক দৃষ্টিকোণে বিচার বিশ্লেষণে সাহিত্যিক আবুল বাশার নিজস্ব এক ঘরানার জন্ম দিয়েছেন। এক্ষেত্রে জনৈক সমালোচকের মূল্যায়ণ — 'ভাগীরথী-পদ্মা-ভৈরব অববাহিকার জনপদ, তার মানুষ, তার নিসর্গ-প্রকৃতি, তার জীবজগৎ, তার মহাকাশ, তার চারণভূমি, সমতল শস্যপ্রান্তর, তার শঙ্খধ্বনি, তার আজান-গান, তার আয়েত-বয়েত আবুল বাশারের ছোটগল্পের প্রধান আশ্রয়।... বাশারের মুর্শিদাবাদকে বলা যেতে পারে মারেফতি-শারিয়া ইসলামের সমন্বয়বাদী ধর্মসংস্কৃতির পুন্যতোয়া হয়েও শরিয়তি গোঁড়া; দারিদ্রের শাপে তিমিরাবৃত গুনেহগার। সাহিত্যে এই জীবন-জনপদের কথকতা কোনও লজ্জে এমন করে আসেনি আগে ... বাশার একই সঙ্গে লৌকিক ও অলৌকিক; বাংলার মাটির সঙ্গে আরব মরুর লোককল্প কিংবা ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী লোককথার 'আরক' আশ্চর্য বাক প্রতিভাসে মিশে যায়; আরব যখন সুধর্ম পালন করত তখনকার লোককথকথা অতর্কিতে ঢুকে পড়ে বাশারের গল্পে কিংবা ওল্ড টেস্টামেন্ট-কোরান ও বাইবেলের দ্বন্দ্বের কেন্দ্রস্থল থেকে গড়ে ওঠে গল্প। রেনেশাঁসের কোনও আলো বাশারের নৈসর্গিক জনপদে পৌঁছায়নি; ঢাকা থেকে আসেনি কোনও মুক্তবুদ্ধির আলোড়িত রোশনি-কলিকা — এখানে ছোটগল্প জন্মিত হয় খোদালল্ক ব্যাপারের মতো; জহুরা নক্ষত্রের মতো কিংবা ইশমাইলের কোরবানির মতো।'[২]

অসম্পূর্ণ অতীত আর অধরা ভবিষ্যতের মাঝখানে শ্বাস নেয় অনিশ্চিত বর্তমান। প্রেম-ভালোবাসা, বিষাদ-বিদ্বেষ, ক্ষোভ-ক্ষুধা নিয়েই বর্তমানের পথচলা। সেই পথে নানারঙের সম্পর্কের জাল বুনতে বুনতে এগিয়ে চলে জীবন, সঙ্গে নিয়ে অনন্ত জিজ্ঞাসা। আমাদের অস্তিত্ব কি নিছক কিছু সম্পর্কের যোগফল? না কি নিজেকে প্রতিনিয়ত নতুনরূপে আবিষ্কার

সাহিত্যে যৌনতা ও আবুল বাশারের গল্প 'কাফননামা'

রফিয়া সুলতানা মোল্লা

(বিভৎস থাবায় আগ্রাসী যৌনতা ও লা মোকামে সিজদা)

।। ক ।।

দৈনন্দিন জীবনে খাওয়া, পরা, ঘুমানো ইত্যাদি যাবতীয় কর্মের মতো যৌনতাও একটি বাস্তবিক কর্ম। সুস্থ ও সজীব জীবনচর্চার অঙ্গ। স্বাভাবিক ভাবেই জীবনের সমান্তরালে সাহিত্যে উঠে আসে যৌনতার প্রসঙ্গ তাদের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে। যৌনতার প্রয়োগ হলেই সাহিত্য তাই কলুষিত হয়না। আসলে জীব জগতের আদিতম প্রবৃত্তি বলেই যৌনতার প্রতি আমাদের আকর্ষণ প্রবল।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে যৌনতা এসেছে খোলাখুলি ভাবে আর আধুনিক কথাসাহিত্যে কিছুটা অবদমিত হয়ে। আমাদের চর্যাপদে আছে শৃঙ্গাররসের কথা আর বৎসায়নের 'কামসূত্র' ও দ্বাদশ শতকের লেখা কোক্কোকের 'রতিরহস্য' তো আছেই। রামায়ন-মহাভারতেই আছে যৌনতার অজস্র উদাহরণ। চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস রচিত পদাবলীর উপজীব্য বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা হলেও এসবের অনুষঙ্গে এসেছে যৌনতা। শরীরী মিলনও যে শিল্প হয়ে উঠতে পারে তার একটি অবিস্মরণীয় উদাহরণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। আবার ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে বর্ণিত সম্ভোগলীলা যেন কামকলার এক উচ্চাঙ্গ বিবৃতি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর তথাকথিত বাংলার 'রেনেসাঁস-এ আমাদের ভাবনাচিন্তা, জীবনধারণ ও পরিবর্তিত মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে যৌনতা সম্পর্কে আমাদের ছুৎমার্গ এলো। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর হাত ধরে এলো রক্ষণশীলতার বাঁধন। ভিক্টোরিয় নীতিবোধ ও খ্রিষ্টীয় পাপচেতনা বাঙালি মানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলল। বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব খাড়া হল সাহিত্যে — নৈতিকতার ঘেরাটোপে বাঁধার চেষ্টা হল যৌনচিন্তা ও বোধকে।[১]

কথাসাহিত্যের সূচনায় ভবানিচরনের 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস' উনিশ শতকের বাবু কালচার ও বেশ্যা সংস্কৃতির এক অনুপুঙ্খ বিবরণ। কলকাতার ধনী যুবকের লাম্পট্য ও বহু নারীগমনের কেচ্ছা। 'বিষবৃক্ষ'-এর কুন্দনন্দিনী বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিনী চরিত্র চিত্রায়নে বঙ্কিম যৌনতাকে ব্যবহার করেছেন কাহিনীর প্রয়োজনে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-হীরামালিনীর সঙ্গে গোবিন্দলালের মিলন - বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[২]

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' র মহেন্দ্র – বিনোদিনী অথবা 'ঘরে বাইরে'র বিমলা-সন্দীপের চরিত্র চিত্রনে কাহিনীর ওঠানামায় পরিশীলিত ভাবে যৌনতার কথা আছে। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' ও 'চরিত্রহীন' উপন্যাস দুটির যৌন আবেদন অস্বীকার করতে পারবেন কেউ ? ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসে দেখালেন রমলা-যগেনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতাকে।

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোন', 'পুতুল নাচের ইতিকথা' কিংবা 'কুষ্ঠরোগীর বৌ'- তে যেন যৌনতাই প্রাধান্য পেয়েছে সবাধিক। বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা' য় দেখি দুইমেয়ের শৃঙ্গার দৃশ্য। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', অচিন্তকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে'— যেন মিথুন প্রবৃত্তিরই প্রকাশ। এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় সমরেশ বসুর 'বিবর', 'প্রজাপতি ও সুবোধ ঘোষের 'পরশুরামের কুঠার'। কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা'তে চন্ডাল বৈজু ও কুলীন গৃহবধূর যৌনতার ছবি। মতি নন্দীর 'শবাগার'-এ মৃত্যু পথযাত্রী স্বামীর সম্মুখে তার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্ভোগে মিলিত হচ্ছে অন্য এক পুরুষ। এই শবাগারে জীবন ও মৃত্যু একই সাথে অবস্থান করে।

এমনই অজস্র উদাহরণ আছে আমাদের বাংলা সাহিত্যে। এখানে প্রেম বা পরকীয়ার সাথে অনিবার্যভাবে এসেছে 'যৌনতা'। তবে তা নির্ভর করে কাহিনীর বিন্যাস ও সামাজিক বোধ অনুযায়ী। প্রকাশে কেউ কেউ সংযত আবার কেউ কোথাও অবাধ। রাধা-কৃষ্ণকে সামনে রেখে পরকীয়ার গল্প সমাজে চিরদিনই ছিল। হয়তো চোদ্দ-পনের বছরের একটি মেয়ে বিয়ে হয়ে এল, বাড়িতে কুড়ি-বাইশ বছরের দেওর কি ভাসুর, প্রেম হত তাদের। চারুলতা, চোখের বালি, ঘরে বাইরের কথা ভাবো, এসব গল্প- উপন্যাস তো সমাজ সংসারেরই প্রতিচ্ছবি। আর এই পরকীয়ার হাত ধরে যৌনতা এল সমাজ ও সাহিত্যে। বিখ্যাত, অতি বিখ্যাত, প্রবাদপ্রতীম মানুষেরাও পরকীয়ায় পড়েছেন। পৃথিবীর বহু কালজয়ী সৃষ্টিই হয়েছে পরকীয়ার আবহে। যে পরকীয়ার দাহতে মরতে হয়েছে কাদম্বরী দেবীকে, আবার তাকেই আশ্রয় করে তৈরী হয়েছে হৃদয়বিদারী কাব্য। স্থিরযৌবনা মানস নারীর আদলে বারে বারে বদলে গেছে স্রষ্টার জীবনের জাগতিক নারীরা। আর সেই অনুপ্রেরণায় সৃষ্টি হয়েছে শিল্প। সৃষ্টির কথা মনে রেখেছে সবাই, কিন্তু নারীরা চলে গেছেন অন্তরালে।[৩]

আবুল বাশারের কাহিনীতে যৌনতা বিষয় হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব পায়। তবে সে যৌনতা পাঠককে প্রলুব্ধ করার জন্য নয়—মানুষের অস্তিত্বের এক চিরন্তন সত্য হিসাবে। বাশারের মতে — যৌনতাই আসলে মানুষের আদিম অস্তিত্ব, চালিকা শক্তি। আবার — 'যৌনতা জটিল হয়েছে আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণে। নারীমনের মুক্তির কথা যৌনতার পথ ধরে আসছে। তার নানা রকম রূপবৈচিত্র আছে। যুগে যুগে তা বদলাচ্ছে। এই যেমন আমার 'মরুস্বর্গের' কথা বলছি — সেখানে নায়িকা একটি — নায়ক তিনটি। তিনজনেই নায়িকার সঙ্গে কোন না কোন ভাবে যুক্ত। কামনার দিক থেকেও। তিনটি নায়ক কিন্তু কামনা করেছে রিবিকাকে, বিভিন্ন রূপে। আমার বেশিরভাগ লেখা নায়িকা প্রধান, এর

আবুল বাশারের গল্প

রুকু দেওয়ান : এক রূপাজীবার আলোকোজ্জ্বল পরণকথা

রফিয়া সুলতানা মোল্লা

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে আবুল বাশার একটি উল্লেখযোগ্য নাম। কথাসাহিত্যিক হিসাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, হিন্দু - মুসলমান সম্পর্কের নানা দিক, ধর্মীয় বিশ্বাস ও লোকাচারকে তিনি অনায়াসে তুলে আনেন তাঁর সাহিত্যে। সত্যিকার অর্থে তাঁর কথা সাহিত্যে মানবপ্রেমই জয়যুক্ত হয়েছে সবসময়। আবার আরব মরুর লোককল্প, আরবি উপকথা তাঁর গল্প-উপন্যাসে বিভিন্ন আঙ্গিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। তাঁর কথায় — 'এসব আমি ছোটবেলা থেকেই দাদি, নানীর মুখে শুনেছি। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তির থেকেও শোনা। যেখানে ইসলাম গেছে, আরবি এই লোককথাগুলিও সেখানে ছড়িয়ে পড়েছে।'[১] মরুভূমিতে বিচরণশীল ধর্মে নিহিত মানুষের আদি অস্তিত্ব স্বর্গের কল্পনা করেছিল। এই কল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়োজন হয়েছে নারীর, আবুল বাশারের সাহিত্যে যারা উঠে এসেছে নানা রূপে। তাঁর কথায় -'মরুভূমিকে আমি সুর - অসুরে বিভক্ত করতে পেরেছি, এ কারণে বহু দেব-দেবী ধর্মের সহিষ্ণুতাকে ধন্যবাদ জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই সেই মরুভূমির আদি - পুরাণের উদ্দেশ্যে, যার বয়ানে দেবতাও দোষেগুনে চিত্রিত।'[২]

একথা আবশ্যক যে ধর্মের সহাবস্থানকে মান্যতা দিয়েই আমাদের পথ চলতে হবে। ধর্মের বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দিলেই তবে নানা ধর্মের সহাবস্থান সম্ভব। আবার ধর্মের সঙ্গে মানবিক সাম্যের বিরোধ হলে নির্ভীক ও দৃঢ় সংকল্প সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন। 'প্রচলিত ধর্ম যেখানে মানুষে মানুষে মিলনের পথে সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর গড়ে তোলে সেখানে সেই প্রাচীর ভাঙাটাই মানবিক ধর্মের কর্তব্য।'[৩] আবুল বাশারের সাহিত্য সম্পর্কে এই কথাগুলি সর্বঅর্থে সার্থক হয়ে ওঠে। 'বাশারের মুর্শিদাবাদকে বলা যেতে পারে মারেফতি - শারিয়া ইসলামের ও বৌদ্ধের এবং বৈষ্ণব হিন্দু, শূদ্র ও ব্রাত্যের মুর্শিদাবাদ। এ মুর্শিদাবাদ লোকস্তরে সমন্বয়বাদী ধর্ম সংস্কৃতির পুণ্যতোয়া.....।'[৪] এই মুর্শিদাবাদের ভূমিপুত্র আবুল বাশার সমন্বয়বাদী চেতনারই বার্তাবাহক।

মানুষের অস্তিত্বের এক চিরন্তন সত্য হিসাবে 'যৌনতা' আবুল বাশারের সাহিত্যের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। বাশারের মতে — 'যৌনতাই আসলে মানুষের আদিম অস্তিত্ব, চালিকাশক্তি। যৌনতাকে এড়িয়ে তো মানুষ হয়া না।'[৫] তিনি আরো বলেছেন 'যৌনতা জটিল হয়েছে আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণে। নারী মনের মুক্তির কথা যৌনতার পথ ধরে আসছে। তার নানা রকম রূপ-বৈচিত্র্য আছে। যুগে যুগে তা বদলাচ্ছে।'[৬]